রাবির উর্দু বিভাগে ফের তালা শিক্ষার্থীদের

ছয় মাসেও হয়নি সমাধান

রাবি প্রতিনিধি
৯ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম |
আপডেট: ৮ মার্চ ২০২৩
১০:৫৫ পিএম

advertisement

সাড়ে ছয় মাসেও ফলাফল বিপর্যয়ের সমাধান না হওয়ায় একই ঘটনায় টানা চারবারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উর্দু বিভাগে অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা ঝুলিয়ে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গত সোমবার বিকাল থেকে শুরু হওয়া অবস্থান কর্মসূচি গত মঙ্গলবারও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের আটজন শিক্ষার্থীকে বিভাগের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন

করতে দেখা যায়। গতকাল সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় তেমন কোনো কর্মসূচি না থাকলেও কক্ষে তালা ঝুলছিল।

advertisement

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলোÑ ফলাফল পুনর্মূল্যায়ন করে দ্রুত নতুন ফল প্রকাশ, হুমকি প্রদান করা শিক্ষকদের বিচারের আওতায় আনা, নম্বরপত্র সবার সামনে প্রকাশ, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস-পরীক্ষা থেকে অভিযুক্তদের বিরত রাখা এবং ছাত্রবান্ধব বিভাগ সৃষ্টি।

ফল বিপর্যয়ের ঘটনায় ভুক্তভোগী ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী বায়েজিদ হোসেন বলেন, পরিকল্পিতভাবে আমাদের ফেল করানো হয়েছে। প্রশাসনের কাছে যখন আমরা যাচ্ছি, তখন তারা বলছে তোমরা স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে যাও। এ কথা আগে বললে আমাদের সাত মাস নষ্ট হতো না। সাত মাস ধরে আমরা লড়ছি। আমাদের সঙ্গে কী অন্যায় হয়েছে, তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের কোন কোর্সে কত নম্বর দেওয়া হয়েছে, তা আমরা দেখতে পাই না। একটা বিভাগ এভাবে চলতে পারে না। আমরা এর সমাধান চাই।

ভুক্তভোগী আরেক শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান বলেন, যে শিক্ষকরা আমাদের হুমকি দিয়েছেন, তাদের বিচার করতে হবে। আমাদের শিক্ষাবর্ষের ক্লাস-পরীক্ষা থেকে তাদের বিরত রাখতে হবে এবং দ্রুত পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে খাতা। প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ৭ দিনের মধ্যে ওই কমিটির রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিন মাসেও রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আতাউর রহমান বলেন, যারা পাস করেছে, তাদের ভর্তির জন্য নোটিশ দেওয়ার পরপরই আন্দোলনকারীরা বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে শুধু বিভাগ কক্ষে তালা দিয়েছিল, এখন ক্লাসরুমেও তালা দিয়ে দিয়েছে। বিভাগের সভাপতি হিসেবে আমি এখন পর্যন্ত তাদের বুঝিয়ে, তাদের অবস্থান থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সুলতান-উল-ইসলাম বলেন, তালা দিয়ে কি কোনো সমস্যার সমাধান হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আইন আছে, তালা মেরেতো আইন ভঙ্গ করা যাবে না। সব শিক্ষার্থীর জন্য যে আইন প্রযোজ্য, ওই শিক্ষার্থীদের জন্যও সেই আইনই প্রযোজ্য। আমরাও চাই, দ্রুত সময়ে প্রতিটা সমস্যার সমাপ্তি ঘটুক। আমি বিষয়টি উপাচার্যকে জানিয়েছি।

তদন্ত প্রতিবেদন জমাদানের বিষয়ে কমিটির আহ্বায়ক আইন বিভাগের অধ্যাপক এম. আনিসুর রহমানের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। তবে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, তদন্ত কমিটি ইতোমধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার সঙ্গে

কথা বলেছে। সবার লিখিত বক্তব্য জমা নিয়েছে। শিগগিরই কমিটির সদস্যরা বসে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন।

বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২৫ আগস্ট উর্দু বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে ওইদিনই শিক্ষার্থীরা সভাপতির কক্ষে প্রথমবারের মতো তালা ঝুলিয়ে ফল পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানান। ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্র উপদেষ্টা তিন দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

এরপরেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গত বছরের ১৬ অক্টোবর ও ৫ ডিসেম্বরেও বিভাগ অফিসে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের মতো তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। ৫ ডিসেম্বর বিভাগ অফিসে তালা দেওয়ার পাশাপাশি একই দাবিতে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে আমরণ অনশনে বসেছিলেন তারা। ওইদিন উপাচার্যের আশ্বাসে রাত সাড়ে ৮টার দিকে অনশন ভঙ্গ করেন শিক্ষার্থীরা। ওই সময় উপাচার্যের নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। এ ছাড়া সমস্যাটির সমাধানের আগ পর্যন্ত ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ও পরীক্ষা স্থগিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৫ আগস্ট প্রকাশিত ফলাফলে ৮ জনকে ইয়ারড্রপ এবং ১০৪নং কোর্সে ১৪ জনকে ফেল দেখানো হয়, যেখানে ওই শিক্ষাবর্ষের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৮ জন। অন্য আরও কয়েকটি কোর্সেও একই সমস্যা হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবি, তারা ফেল করেননি বরং পরিকল্পিতভাবে তাদের ফেল করানো হয়েছে।